গার্গী আশ্চর্য হচ্ছিল, মজাও পাচ্ছিল এম এম রায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে, কৌতূহলী হচ্ছিলও কম নয়। সাদা কাগজটি হাতের উপর রেখে লিখে ফেলল তার পছন্দসই একটি সাল।

মোমো রায় বললেন, আমার হাতেও একটি সাদা কাগজ, তার উপর আমিও একটি সালের নাম লিখলাম যেটি আপনিও এখনই লিখলেন।

গার্গী আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, আমিও যে সালের নাম লিখেছি আপনিও সেই একই সাল।

মোমো রায় সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনি ওই কাগজের নীচের দিকে কোনও একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম লিখুন, এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে যার নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি, অথচ আপনার মানসচক্ষে তাঁর মুখ ভেসে উঠছিল।

গার্গী আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, আমিও যে সালের নাম লিখেছি আপনিও সেই একই সাল। মোমো রায় সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনি ওই কাগজের নীচের দিকে কোনও একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম লিখুন, এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে যার নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি, অথচ আপনার মানসচক্ষে তাঁর মুখ ভেসে উঠছিল। গার্গী আরও মজা পাচ্ছিল, কিন্তু তার অনুভূতি মনের মধ্যে চেপে রেখে লিখে ফেলল একটি নাম

গার্গী আরও মজা পাচ্ছিল, কিন্তু তার অনুভূতি মনের মধ্যে চেপে রেখে লিখে ফেলল একটি নাম।

–লেখা শেষ!

গার্গী ঘাড় নাড়তেই মোমো রায় বললেন, এতক্ষণ আপনি কী ভাবছিলেন বলব?

গার্গী অস্বস্তির সঙ্গে বলল, কী?

–ভাবছিলেন এম এম রায় লোকটা ভারী অদ্ভুত, তাই না?

গার্গীর অস্বস্তি লাফিয়ে পাঁচগুণ, তবু হাসি-হাসি মুখে বলল, আমি কিছুই বলব না, আপনি আন্দাজ করে নিন!

–আপনি আরও ভাবছিলেন লোকটাকে কতটা রিলাই করা যায়! তাই না?

গার্গী ঢের অস্বস্তিতে। মোমো রায় লোকটা বেশ ডেঞ্জারাস। এরপর আরও কী জিজ্ঞাসা করবে কে জানে!

–এবার দেখুন, আপনার কাগজে যে সালটি আপনি লিখেছেন সেটি কত?

মোমো রায় তাঁর হাতের কাগজটি মেলে ধরলেন গার্গীর সামনে। গার্গী অতিবিস্ময়ে দেখল লেখা আছে ১৯৮৪। এই সংখ্যাটাই তো সে লিখেছে তার কাগজে।

মোমো রায় হেসে বললেন, এবার দেখুন আপনি যে-নামটি লিখেছেন সেটি এই নামটা?

গার্গী আরও বিস্ময় নিয়ে দেখল মোমো রায়ও লিখেছেন সঞ্জয় গান্ধির নাম। কী আশ্চর্য, সে যে নামটি ভেবেছে, সেই নামটি আগেভাগে লিখে রেখেছেন মোমো রায়!

সত্যিই কি মন পড়তে পারেন উনি! কীভাবে তা সম্ভব।

পরক্ষণে মোমো রায় বললেন, সঞ্জয় গান্ধির নাম লেখার আগে আপনি ভাবছিলেন সোনিয়া গান্ধির নাম লিখবেন কিনা!

গার্গী উত্তোরোত্তর বিস্ময়ের চরমে। লোকটি সত্যিই অদ্ভুত।

মোমো রায় বললেন, আপনি এখন কী ভাবছেন তাও বলে দিতে পারি।

গার্গী বিস্ময় চেপে বলল, কী?

–আপনি ভাবছেন লোকটি কী অদ্ভুত।

গার্গী মুচকি হেসে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। বলল, আপনি সত্যিই অদ্ভুত।

মোমো রায়ও হাসতে লাগলেন গার্গীর দিকে তাকিয়ে, আবারও বললেন, আপনি এই মুহূর্তে কী ভাবছেন তাও বলে দিতে পারি।

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় গার্গী, বলল, কী?

–ভাবছেন এম এম রায় যখন মানুষের মন এতটাই পড়তে পারেন, তা হলে নিশ্চয় জানেন মসলিন শাড়িটা কে গায়েব করেছে।

গার্গী বলল, এ ধরনের কথা ভাবিনি তা নয়, তবে নিশ্চয় আপনি এখনও তা জেনে উঠতে পারেননি। পারলে ঘটনাটা এতদূর গড়াতে পারত না!

মোমো রায় গম্ভীর হলেন, বললেন, আসলে কী জানেন ঘটনাটার শিকড় অনেক গভীরে।

গার্গী থমকে গেল, আপনি জানেন নাকি?

মোমো রায় সামান্য হাসলেন, ওই আর কি। সবই মাইন্ড-গেমের ফলে।

গার্গী এবার বাজাতে চাইল মোমো রায়কে, বলল, সবই কি মাইন্ড-গেম, না কি এর পিছনে অন্য গেম আছে, সত্যি করে বলুন তো, মি. রায়?

মোমো রায় কিছু বলার আগেই রিপন সেনের গলা শোনা গেল, আপনারা যদি ছোটদের পার্কেই এতক্ষণ সময় কাটান, তা হলে সামনে আরও অনেক ফলস, অনেক ড্যাম আছে, কখন দেখবেন সে সব? তাছাড়া লাঞ্চের সময়ও তো পেরিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে গার্গী অনেকক্ষণ ভাবল মোমো রায়ের কথা। লোকটির একটা আলাদা ক্ষমতা আছে তা অনস্বীকার্য, কিন্তু এত যে অঘটন ঘটে চলেছে তা কি তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব!

মোমো রায়কে আরও বাজিয়ে দেখতে হবে। আজ না হলে কাল, কাল না হলে পরশু। একান্তে কথা বলে বুঝতে হবে ঘটনাগুলোর উৎস।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

উলট পুরাণ

অজিত ঘোষ

'আজ কী বার?'

হাত বাড়িয়ে বললাম, 'শুক্রবার।'

সোমেনবাবু বললেন, 'তোমাকে আসতে বলেছিলাম মঙ্গলবার। তুমি শুক্রবারে এসে হাত পাতছ? আমি কেন মহাপুরুষরাও টাকা জিইয়ে রাখতে পারতেন না। সেটা না পেরেই তো সাদামাটা গোছের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেই ফেলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।'

–'এত কথা না বলে টাকাটা দিয়ে দিলেই সব মিটে যায়। সামান্য কিছু টাকা তার জন্য এত কথার কী আছে? তা ছাড়াও আমার সময়টাও খারাপ যাচ্ছে। তার ওপর...।'

মুখের কথা একপ্রকার কেড়ে, ঝাঁঝের সঙ্গে সোমেনবাবু বললেন, 'তা তো যাবেই। টাকাকে সামান্য মনে করে যে নিজে অসামান্য হতে চায় তার সময় খারাপ যাবে না তো কি আমার সময় খারাপ যাবে! যাও, যাও অত কথা বলে লাভ নেই। নেই যখন বলেছি, তখন নেই। মঙ্গলবারেই এসে টাকা নিয়ে যাবে। আবার ভুল করে শুক্রবারে এসে দাঁত কেলিয়ে দাঁড়িও না। অন্যের দাঁত দেখতে আমার প্রচণ্ড এলার্জি। আর হ্যাঁ, নিজে আসবে অন্য কাউকে পাঠাবে না। জানোই তো বিয়ে করলে অষ্টমঙ্গলাতে নিজেকেই যেতে হয়, সেখানে যেমন কর্মচারী কিংবা ছোট ভাইকে পাঠালে কাজ হয় না তেমনই তোমার টাকা তুমিই নিয়ে যাবে।'

দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই বুঝে ফেরার উদ্যোগে পা ফেলতেই শেকল বাঁধা সোমেনবাবুর কুকুর পম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমনভাবে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল যেন সে বলছে তোকে যেন এ বাড়িমুখো হতে আর না দেখি।

পাওনা তিনশো টাকা উদ্ধার করতে ছয়-সাত মাস ধরে বার বার এসে দাঁড়াতে হচ্ছে। টাকা পাওয়া দূরের কথা মালিককেই পাওয়া যায় না বেশির ভাগ দিন। সৌভাগ্যবশত যেদিন পাওয়া যায় সেদিন টাকা মেলে না উল্টে নতুন নতুন বাহানার সঙ্গে এত জ্ঞানের কথা শুনতে হয়, মাথা টন টন করে। শরীর অবশ মনে হয়।

নিশ্চিত ছিলাম, কথামতো মঙ্গলবার সকাল দশটায় সোমেনবাবুকে পাওয়া যাবে না। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে। হাজির হলাম রাত্রি দশটায়। এই বিশ্বাস নিয়ে যে উনি 'বেরিয়ে গিয়েছেন' এ কথাটা শুনতে হবে না। ডোরবেল টিপতেই সোমেনবাবু স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন। ভেবেছিলাম অসময়ে দেখে অবাক হবেন। ধারণা সর্বাংশে ভুল প্রমাণিত হল। অবাক হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পায়ের কাছে গা ফুলিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া পমের শেকল শক্ত হাতে ধরে মহিলা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'উনি স্নান করছেন, অনেক সময় লাগবে। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ হবে না।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কথায় কাজ হল না দেখে সামান্য ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, 'ও হ্যাঁ, কী যে সারিয়ে দিয়েছ ডিভিডি-টা দু'দিন যেতে না যেতেই নষ্ট হয়ে বসে আছে।'

মাথাটা গরম হয়ে গেল। ছ'মাস সময়কে ইনি দু'দিন বলছেন। তা ছাড়া ডিভিডি মেশিনটা তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে, হালকা মেজাজের সেকেলে গান ভেসে আসছে।

'কী বলছেন? এই রাত্রি দশটার সময় কেউ স্নান করে? আর মেশিন ঠিক না থাকলে হেমন্তের গান ভেসে আসছে কোথা থেকে?' ঝাঁঝ দেখিয়ে বললাম।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও পরিস্থিতি সামলে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'আর বোলো না। ওঁর ওই একটিই শখ, বাথরুমে গান করা। গলাটা কত মিষ্টি বলো, ঠিক যেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।'

সেদিনের মতো সেখানেই ইতি। কোনও মহিলার সঙ্গে অত রাত্রিতে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের খেলা, খেলা ঠিক নয়। সভ্যতা বর্জিত কাজ। তাতে লাভও নেই। একবার যখন পাওনাদারের ভয়ে বাথরুমে ঢুকেছেন, সহজে বেরোবেন বলে মনেও হয় না।

পরের মঙ্গলবার ডোরবেলে হাত রাখার আগেই সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যরকম। রুক্ষ-শুষ্ক। হাতে চিত্রগুপ্তের খাতার সাইজের খাতা। পম স্তিমিত। ভনিতা না করে সরাসরি বললেন, 'দু'দিন হল উনি নেই। সেরিব্রাল স্ট্রোক। ডাক্তার ডাকার আগেই সব শেষ।'

হঠাৎ খাদে পড়লে ভগবানকে দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকে না। মনে মনে সেই কাজই করে বললাম, 'আর দু'টো দিন তোমার সহ্য হল না। যেই লোকটা টাকা দেওয়ার লাইনে আসছিল অমনি টেনে নিলে। তোমার কি লোকের অভাব! এই তোমার বিচার। এই তোমার লীলা।'

মনে মনে 'লীলা' শব্দটা ফুরোতে ফুরোতেই সদ্য বিধবা সোমেনবাবুর স্ত্রী (অভিনয় হতে পারে) খাতাটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই খাতাতে উনি হিসেব লিখে রাখতেন দু'টো ভাগে। কার কাছে পাওয়া যাবে' আর 'কে পাবে'। তোমার নাম তো আমার জানা নেই, তুমি নিজেই দেখে নাও।'

মাত্র একঝলক চোখ বুলিয়েই খাতাটা ছুড়ে ফেলে এক দৌড়ে পেরিয়ে এলাম সে বাড়ির সীমানা। মহিলার সঙ্গে পমও দেখল আমার স্পিড খারাপ না। না দৌড়ে যে উপায় ছিল না। সোমেনবাবু যে আমার নাম লিখে রেখেছেন 'কার কাছে পাওয়া যাবে'র লিস্টে। টাকার পরিমাণও তিনশো নয়, তিন হাজার। নাম বললেই মহিলা হয়তো লোকজন ডেকে সে টাকা আদায় করতেন। অতএব... দৌড় দৌড় দৌড়।

অঙ্কন ঃ অভি